بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (২৫ নভেম্বর, ২০১৬)
সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৫ নভেম্বর ২০১৬ইং-এর (২৫ নবুয়্যত, ১৩৯৫ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর নিম্নোক্ত আয়াত পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

এ আয়াতের অনুবাদ হল, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে দৃঢ়ভাবে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, এমনকি সেই (সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার এবং নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে গেলেও। (যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে) সে ধনী হোক বা দরিদ্র হোক আল্লাহ্‌ই উভয়ের সর্বোত্তম অভিভাবক। অতএব, তোমরা ন্যায়বিচার করতে (সক্ষম) হও (সে জন্য) তোমরা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তোমরা যদি পেঁচানো কথা বল অথবা (সত্যকে) এড়িয়ে যাও তবে (মনে রেখো) তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ নিশ্চয় পুরোপুরি অবহিত। (সূরা আন্-নিসা ১৩৬)

জগদ্বাসীকে আমরা বলে থাকি, পৃথিবীতে বিরাজমান সমস্যাগুলোর সমাধান রয়েছে ইসলামের শিক্ষামালায় আর এর প্রমাণস্বরূপ আমরা পবিত্র কুরআনের শিক্ষাসমূহ তুলে ধরি। আমার কানাডা সফরকালে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছে, বর্তমান যুগের সমস্যাদির তোমরা কী সমাধান উপস্থাপন কর? আমি তাকে বলেছি, তোমরা বস্তুবাদী মানুষ আর পৃথিবীর পরাশক্তিগুলো নিজেদের ধারণা অনুসারে পৃথিবীর সমস্যার সমাধান, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মীয় উগ্রতাকে প্রতিহত করার জন্য সর্ব প্রকার চেষ্টা করেছ কিন্তু সমস্যা তো একইভাবে বিরাজমান রয়েছে। একস্থানের সমস্যা কিছুটা হ্রাস পেলেও অন্যত্র সমস্যার আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠে, সেখানে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা হলে পূর্বের স্থানে নৈরাজ্য আবার মাথাচারা দেয়। জাগতিক সকল ব্যবস্থা এসব নৈরাজ্য অবসানের জন্য অবলম্বন করা হয়েছে, বাকি রয়েছে শুধু একটি চেষ্টাই, এখনো আর তা হল ইসলামী শিক্ষার আলোকে এর সমাধান করা। এ কথা শুনে তারা নির্বাক তো হয়ে যায় কিন্তু একই সাথে আমাদের দেখতে হবে, মুসলমান দেশগুলো ইসলামের বুলি আওড়ালেও দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা আল্লাহ্ তা'লা যে শিক্ষা দিয়েছেন এবং ইসলাম যা চায় আর মহানবী (সা.) উত্তম যে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন, তা অনুসরণ করে নি আর অনুসরণের চেষ্টাও করে না। এর ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে বেশি নৈরাজ্যের থাবাতলে রয়েছে মুসলমান দেশগুলোই, এর চেয়ে বড় দুঃখজনক বিষয়

আর কী হতে পারে! এখনও পর্যন্ত কোন সাংবাদিক এ কথা আমাকে সরাসরি বলে নি যে, এ সব বিধি-নিষেধের কার্যত যদি কোন বাস্তবতা থেকে থাকে তবে তো সর্বপ্রথম মুসলমান দেশগুলোর আত্মসংশোধন করা উচিত। তবে এ ধরণের প্রশ্ন তাদের মাথায় আসতেই পারে আর অবশ্য এসেও থাকবে তাই সচরাচর আমি অমুসলিমদের সামনে যখনই বক্তৃতা করি তখন সর্বপ্রথম মুসলমানদের অবস্থার কথা আমি উল্লেখ করি, এরপর এ সব পরাশক্তির সামানে তাদের নিজেদের চেহারা ও স্বরূপ তুলে ধরি আর সাংবাদিকের সাথে বিভিন্ন সাক্ষাতকারে আমি বলে থাকি, মুসলমানদের এ শিক্ষা অনুসরণ না করাও ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যতারই প্রমাণ বহন করে। কেননা তিনি (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন, মুসলমানদের অবস্থা এক সময় এমন হয়ে যাবে অর্থাৎ তারা ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত মর্মার্থকে অবজ্ঞা করবে, রিপুর কামনা-বাসনা এবং স্বর্থপরতা তাদের কাছে অধিক গুরুত্ব পাবে। যখন এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তখন তাঁর নিবেদিত প্রাণ এক দাসের আবির্ভাব ঘটবে। এর উল্লেখ কুরআন শরীফেও রয়েছে এবং তাঁর আবির্ভাব কালীন যুগের লক্ষণাবলীও কুরআন শরীফ বর্ণনা করেছে আর মহানবী (সা.)ও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তা তুলে ধরেছেন। তাই একজন আহমদী মুসলমানের জন্য এরূপ পরিস্থিতি হীনবল হওয়ার পরিবর্তে এক অর্থে আনন্দ ও স্বস্তির কারণ হয়। কেননা, রসূল করীম (সা.) মুসলমানদের যে শোচনীয় অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, বিশেষ করে আলেম সমাজের দুঃখজনক অবস্থা সংক্রান্ত যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা পূর্ণতা লাভ করেছে আর আমরা এর প্রত্যক্ষকারী সাক্ষী হয়ে গিয়েছি। এ কথা এখন অ-আহমদী মুসলমানরাও স্বীকার করছেন, বিশেষ করে তারা তাদের আলেম সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠে ধ্বনি তুলতে শুরু করে দিয়েছে। যদিও চাপা স্বরে তারা এমনটি করছে, কিন্তু আমরা আহমদীরা এ দৃষ্টিকোন থেকেও সৌভাগ্যবান, কেননা আমরা মহানবী (সা.)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয়াংশের পূর্ণকারীদের অন্তর্ভূক্ত, আর আমরাই খোদার প্রেরিত মহাপুরুষ এবং মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাস, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর মন্যকারীদেরও অন্তর্ভূক্ত, যার হাতে ইসলামের পুনঃজীবনের সূচনা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, শুধু এতটা করলেই কি আমাদের লক্ষ্য অর্জিত হবে? এটি এমন একটি প্রশ্ন যার উত্তর খুঁজতে আমাদের প্রত্যেকেরই গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

যে আয়াতটি আমি তেলাওয়াত করেছি, তা আমি আমার অনেক বক্তৃতায় উপস্থাপন করি আবার অমুসলিমদের সামনেও প্রদান করে থাকি। আমি তাদেরকে বলি, ইসলাম যেখানে ন্যায়বিচার এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয় আর এ উদ্দেশ্যে যে মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করে তা এ আয়াতে উল্লেখ আছে। আর অধিকাংশ মানুষ এর ফলে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। নিজেদের মন্তব্যে তারা তা উল্লেখও করে। কিন্তু আমাদের কাজ জ্ঞানগত ভাবে অন্যদেরকে শুধু প্রভাবিত করা নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কুরআনের শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগ ও প্রতিফলন নিজেদের কর্মে ঘটানোর প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের কাছে কোন রাষ্ট্রক্ষমতা নেই, যেখানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ সমস্ত শিক্ষার ব্যবহারিক প্রতিফলন ঘটিয়ে আমাদের পক্ষে দেখানো সম্ভব। তবে ইনশাআল্লাহ্, সেই সময় যখন আসবে তখন উচ্চ পর্যায়েও আমাদেরকে এ সব দৃষ্টান্ত স্থাপন

করতে হবে কিন্তু এখন জামাতি এবং সামাজিক পর্যায়ে আমাদের এ সব দৃষ্টান্ত স্থাপন আবশ্যক হয়ে পড়েছে। জগদ্বাসী আমাদের প্রশ্ন করতে পারে, এটি সত্য যে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ তোমাদের হাতে নেই কিন্তু একটি জামাতি ব্যবস্থাপনা তোমাদের রয়েছে। তোমরা একটি সংগঠন বা জামাত, এক হাতের ইশারায় উঠা-বসার দাবি তোমরা করে থাক। তোমাদেরকে পারস্পারিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়েও বিনিময় করতে হয়। এখন প্রশ্ন হল, ইনসাফ এবং সততার নির্ধারিত মানদণ্ডে তোমরা কি তোমাদের বিষয়াদি নিষ্পত্তি কর? আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখিত এ আয়াতের প্রথম দিকে এক স্থানে 'কিস্ত' শব্দ ব্যবহার করেছেন, অন্যত্র ব্যবহার করেছেন 'আদাল' শব্দ, এর অর্থ হল- সমতাপূর্ণ ন্যায় বিচার এবং উন্নত নৈতিক মানদণ্ড, পক্ষপাত দুষ্ট হওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকা, কারো প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে প্রভাব মুক্ত থেকে কাজ করা। এখন আমাদের প্রত্যেককে আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে, এ সব কথার নিরিখে আমরা কি নিজেদের বিষয়াদি নিস্পত্তি করে থাকি? এই মানে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত রয়েছি? এ মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা কি নিজেদের পিতামাতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি? এই মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য নিকট আত্মীয়ের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিতে আমরা প্রস্তুত কিনা? নিকটাত্মীয় বলতে সর্ব প্রথম সন্তান-সন্ততিকে বুঝায়। আর আমরা এই মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজেদের কামনা-বাসনা অবজ্ঞা করতে প্রস্তুত আছি কিনা আর কার্যত তা প্রমাণ করে দেখাতে পারি কিনা? এগুলো এমন কথা যা তুচ্ছ কোন বিষয় নয়। এ যুগে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাস এ সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখিয়েছেন। একটি ঘটনা আমরা দেখতে পাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পিতা কাদিয়ানের অত্র অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। সেখানে কৃষকদের সাথে তারা একটি পারিবারিক মামলায় জড়িয়ে যান আর তিনি (আ.) কৃষকদের পক্ষে সত্য সাক্ষ্য দিতে গিয়ে নিজের পরিবারের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি। বরং সেই দরিদ্র চাষিরা এ কথা জানা সত্ত্বেও যে, তিনি অন্যতম মালিক, এতে তারও অংশ রয়েছে আর মোকদ্দমার প্রতিপক্ষও অথচ, আদালতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-প্রদত্ত সাক্ষের ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ জানায়। কেননা তারা জানত, তিনি সব সময় সত্য এবং সততার ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিবেন। তিনি (আ.) তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর মান্যকারীদের মাঝেও এই মানই প্রতিষ্ঠা করতে চান। কেননা তিনি সেই জামাত গড়ে তুলতে চান, যারা কুরআনের শিক্ষামালাকে শিরোধার্য করবে এবং যাদের পুণ্যের মান হবে উন্নত পর্যায়ের। তাই কুরআনী অনুশাসনকে শিরোধার্য করার অঙ্গিকার তিনি বয়আতের অঙ্গিকারে আমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ** (সূরা আল্ মায়েদা ৯)। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, জাতিগত শত্রুতাও যেন তোমাদের ন্যায়ের পথে বাদ না সাধে, ন্যায়-নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। তাকওয়া বা প্রকৃত খোদাভীতি এতেই নিহিত। তিনি (আ.) বলেন, আমি সত্যি সত্যি বলছি, শত্রুর সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা সহজ কিন্তু শত্রুকে অধিকার প্রদান করা এবং মামলা-মোকদ্দমায় ন্যায় বিচার এবং

ইনসাফকে জলাঞ্জলী না দেয়া এটি অনেক কঠিন কাজ আর এটি কেবল সৎ-সাহসী মানুষেরই বৈশিষ্ট। তিনি বলেন, অধিকাংশ মানুষ তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণকারী সম্পদ ভাগী-শরীকদের সাথে প্রীতভাব দেখায় আর সুমিষ্ট ভাষায় কথাও বলে কিন্তু তাদের অধিকার কুক্ষিগত করে রাখে। এক ভাই অন্য ভাইকে ভালোবাসে আর ভালোবাসার আবরণে প্রতারিত করে তার অধিকার খর্ব করে।

হুযূর (আ.) তাঁর জামাতের সদস্যদের প্রতি প্রত্যাশা রাখেন, তাদের চরিত্রিক মান যেন অনেক উন্নত এবং কর্ম যেন কুরআনী শিক্ষা সম্মত হয়। তারা যেন অধিকার হরণকারী এবং অন্যায়কারীদের অন্তর্ভূক্ত না হয়। সিদ্ধান্ত দেয়ার কর্তৃত্ব পেলে সকল প্রকার স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে উঠে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। সেই সিদ্ধান্ত বা রায় প্রদানের ফলে যদি নিজের ক্ষতি হয় বা পিতামাতার ক্ষতি সাধিত হয় অথবা নিকট আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততির ক্ষতিও হয় তবু ন্যায়বিচারের উন্নত মান সর্বাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অতএব, এ সব ক্ষেত্রে আমরা যদি নিজেদের মাঝে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি তবে জগদ্বাসীকেও আমরা বলতে পারব, আমরাই আজ এমন এক জনগোষ্ঠি যারা নিজেদের মাঝে পরিবর্তন এনে এবং ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করে শত্রুর সাথেও ইনসাফ করার মত মনোবল রাখি আর করেও থাকি। আমরা সত্য সাক্ষ্য দিয়ে থাকি, তা নিজের বিরুদ্ধে, স্বীয় পিতামাতার বিরুদ্ধে গেলেও অথবা স্বীয় সন্তান-সন্ততি বা অন্য নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে গেলেও। ভবিষ্যতে পৃথিবীর নেতৃত্ব আমাদেরই, তাই এসব দৃষ্টান্ত আমরা স্থাপন করছি, এসব দৃষ্টান্ত না থাকলে খোদার নির্দেশকে লঙ্ঘন করে আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতএব, সকল আহমদীর, বিশেষ করে আমি বলব, ওহদাদার বা পদাধিকার প্রাপ্তদের লক্ষ্য রাখতে হবে, দায়বদ্ধতার প্রতি তারা কতটা শ্রদ্ধাশীল হয়ে ন্যায়বিচার এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সেই মানে উপনীত, যাদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত ইনসাফ এবং ন্যায় পরায়ণতার উন্নত মানে অধিষ্ঠিত। আমি কানাডা গিয়েছি, সেখানেও পদধারী এমন কতক ব্যক্তি রয়েছে যাদের কাছে বিধিবদ্ধ ভাবে কোন পদ তো নেই তবে তাদের ওপর কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। তাদের সম্পর্কে মানুষের অভিযোগ হল, এরা ন্যায় বিচার করে না। কতক আত্মীয় স্বজনের পক্ষে সিদ্ধান্ত দেয়ার মানসিকতা রাখে বা সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। এটি সত্য কথা যে, সিদ্ধান্ত তো কারো পক্ষে যাবেই আর কোন এক পক্ষের বিরুদ্ধেই সিদ্ধান্ত হবে। কিন্তু উভয় পক্ষের এই দৃঢ় আস্থা থাকতে হবে যে, আমাদের কথা শোনা হয়েছে আর শোনানীর পর সিদ্ধান্তদাতা নিজের বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে সিদ্ধান্ত করেছেন। যেসব বিভাগের ওপর পাবলিক ডিলিংয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় সেগুলোর একটি হল, কাযা বা বিচার বিভাগ। মানুষের পারস্পরিক যে মতভেদ বিষয়ক এর সাথে কাযা বিভাগের সম্পর্ক, যার সিদ্ধান্ত তারা দিয়ে থাকে। উমুরে আমা বিভাগেরও এর সাথে কিছুটা সম্পর্ক আছে। তরবিয়ত বিভাগ এবং ইসলাহী কমিটিরও কিছু দায়-দায়িত্ব আছে এ ক্ষেত্রে। কোন কোন বিষয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়, তাদের ওপরও এমন দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। কমিশন উভয় পক্ষের কথা শুনে থাকে। অতএব, সব বিভাগের দায়িত্ব হল, সিদ্ধান্ত দেয়ার সময় নিজেদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করে গভীর চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে সবকিছুর সূক্ষ্ম দিকগুলো দৃষ্টিতে রেখে সিদ্ধান্ত দেয়া উচিত। দোয়া করুন, খোদার কাছে সাহায্য চান যেন আল্লাহ্ তা'লা সঠিক সিদ্ধান্তের তৌফিক দেন। যে কোন

সিদ্ধান্তের পূর্বে অবশ্যই দোয়া করা উচিত। কতক এমনও আছে যারা বলে, আমরা রায় প্রদানের পূর্বে নফল নামায না পড়া পর্যন্ত রায় প্রদান করি না। কিন্তু এমনও আছে, যারা অনেক সময় ঔদাসীন্যের ঘোরে রায় প্রদান করে বা ব্যক্তিগত কোন আকর্ষণের বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। অনুরূপভাবে সাধারণ জন-মানুষের সাথে ডিলিংয়ের কাজ করে থাকে জেনারেল সেক্রেটারীর বিভাগ। জেনারেল সেক্রেটারী এবং তার দপ্তরে যারা কাজ করে এমন প্রত্যেক কর্মীর দায়িত্ব হল, আগত প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সশ্রদ্ধ ব্যবহার করা। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, যারা পছন্দের মানুষ বা যারা বন্ধু বিশেষ তাদের সাথে ভিন্ন আচরণ এবং অপরিচিত যারা বা যাদের সাথে সম্পর্ক ভালো নয় তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হবে। অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাদেরও এ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, যাদের পাবলিক ডিলিং করতে হয়। খেয়াল রাখতে হবে, তাদের সাথে কাজ করে এমন প্রতিটি কর্মী এবং সাহায্যকারী, তারা ইনসাফের দায়ভার বজায়ে রেখে দায়িত্ব পালন করছে কিনা। এগুলো হল, আমানত যা কর্মীদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। কারো প্রতি কোন দায়িত্ব ন্যস্ত করার সময় তার কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নেয়া হোক বা না হোক যে, আমি আমার কাজ সমস্ত যোগ্যতা ও শক্তি-সামর্থ্যকে নিয়োজিত করে ইনসাফের সাথে, বিশ্বস্ততার সাথে সম্পন্ন করব। কোন ব্যক্তির কোন দায়িত্ব গ্রহণই অঙ্গীকার গণ্য হবে অর্থাৎ, আমি ইনসাফের দাবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করব। আর এটি এমন একটি আমানত যার দায়িত্ব গ্রহণ সম্পূর্ণভাবে খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। এমনিতে প্রত্যেক মু'মিনই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সে নিজের আমানত এবং অঙ্গীকারের প্রতি গভীর ভাবে শ্রদ্ধাশীল হবে। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে স্বয়ং কুরআন শরীফে বলেন, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ অর্থাৎ মু'মিন তারা, যারা নিজেদের আমানত এবং অঙ্গীকার পালনের ক্ষেত্রে পরম যত্নবান (সূরা আল্ মু'মিনুন ৯)। কিন্তু যারা সম্পূর্ণরূপে খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে বা করে থাকে অথবা যারা বলে, আমরা খোদার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ করছি, একজন সাধারণ মু'মিনের তুলনায় তাদের কতটা (বেশী) সাবধান হওয়া উচিত, বিশেষ করে যাদের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে? এখানে আমি এটিও স্পষ্ট করতে চাই, কেবল এ কথা ভাবলে চলবে না যে, শুধু কেন্দ্রীয় পদধারীদেরই সম্বোধন করা হচ্ছে বরং সকল প্রেসিডেন্ট এবং তাদের আমেলার সদস্যরাও এত সম্বোধিত। তাদের আত্মবিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, ইনসাফের সকল দাবি তারা পূরণ করছে কিনা? এটি শুধু কানাডার কথাই নয়, জার্মানী থেকেও এমন অভিযোগ আসে আর এখানেও অর্থাৎ ইংল্যান্ডেও এবং পৃথিবীর অন্য কিছু দেশেও একই অবস্থা বিরাজমান। তাই সর্বত্র নিজেদের আচরণের সংশোধন প্রয়োজন রয়েছে অন্যথায় ইনসাফের দাবি পূরণ না করে শুধু আমানত ও অঙ্গীকারকেই অবজ্ঞা করা হচ্ছে না বরং বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে। আর যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন না। (জামাতী) কাজ করে পুণ্যের ভাগীদার হওয়ার পরিবর্তে অন্যায় করে বা অহঙ্কারী আচরণ করায় মানুষ আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধভাজন হয়ে যায়। অতএব, যেখানে ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে সেখানে ভুল-ভ্রান্তি গোপন করার মানসে খোড়াযুক্তি খোজার পরিবর্তে ইস্তেগফারের ভিত্তিতে নিজের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। অতএব, আমাদের পদধারীদের আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে যে, তারা আল্লাহ্

তা'লার নির্দেশিত নীতি অনুসারে ন্যায়বিচারের সকল দাবি পূরণ করছে কিনা, নিজেদের কাজের প্রতি সুবিচার করছে কিনা, যাদের সাথে বোঝাপড়া হচ্ছে তাদের প্রতি ইনসাফ করছে কিনা? শুধু প্রেসিডেন্ট হওয়া অথবা সেক্রেটারী বা আমীর হওয়ার কোন অর্থ নেই। আর এগুলো কোনভাবেই মানুষের মুক্তির কারণ হতে পারে না। এটি আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর জামাতের প্রতি কোন অনুগ্রহ নয়। আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি মানুষ যদি সেভাবে শ্রদ্ধাশীল না হয় যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা চান অথবা বিশুদ্ধচিত্তে দায়িত্ব পালন না করে তবে সবই অর্থহীন। তাই বিশুদ্ধচিত্তে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য সকল পদধারীর দায়িত্ব পালন করা উচিত। প্রতিটি সিদ্ধান্তের সময় ন্যায়বিচারের সকল দাবি সামনে রেখে সিদ্ধান্ত করা উচিত। এমন কোন বিষয় যদি সামনে আসে যে সম্পর্কে পূর্বে ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছিল তবে যেভাবে আমি বলেছি ভুল স্বীকার করে সেসব সিদ্ধান্তে সংশোধন আনুন, নিজেদের চারিত্রিক সংশোধনও করুন এবং আল্লাহ্ তা'লার এ নির্দেশকেও দৃষ্টিতে রাখুন যে, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (সূরা আল্ বাকারা ৮৪)। অর্থাৎ মানুষের সাথে নমনীয়তা এবং কোমল ভাষায় কথা বল, উন্নত নৈতিক গুণাবলী প্রদর্শন করে কথা বল। যেভাবে আমি বলেছি, পৃথিবীর সব দেশের ওহ্দাদার বা পদধারীদের আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে। আমি কানাডার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি এর কারণ হল, সেখানে জামাতের বাহিরের গন্ডিতে জামাত সুপরিচিত। আমার এ সফরের পর পরিচিতি আরো বেড়েছে। আমাদের ওপর মানুষের সমালোচনামূলক দৃষ্টি রয়েছে। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। আমাদের প্রত্যেক ওহদাদার বা পদধারী ব্যক্তি বিশেষ করে আর মোটের ওপর সকল আহমদীকে জগদ্বাসীর সামনে রোল মডেল বা আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত। পৃথিবীতে যেখানে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, অশান্তি এবং অধিকার খর্ব করার দৃষ্টান্ত দেখা যায় সেখানে জামাতে ন্যায়বিচার এবং মানুষের প্রাপ্য প্রদানের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। বিশ্ববাসী এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে যে, এটি কেমন জামাত। (জামাতের) প্রতিটি ব্যক্তিই একটি দৃষ্টান্ত। অতএব, সব আহমদীকে স্মরণ রাখতে হবে, কেবল ওহদাদার বা পদধারীদের উপরই দায়িত্ব ন্যস্ত নয় বরং সব আহমদীরই দায়ভার রয়েছে। প্রতিটি আহমদীর দায়িত্ব, তারা যেন পারস্পরিক সম্পর্কের গন্ডিতে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, ন্যায়বিচারের দাবি পূরণ করে, চারিত্রিক গুণাবলীতে পরম সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে কোন ধরণের পক্ষপাতিত্ব থেকে নিজেকে যেন পবিত্র করে, তারা যেন কোন দিকে ঝুঁকে না থাকে। আহমদীর সাক্ষ্য এবং বিবৃতি ন্যায়বিচার এবং সততার দিক থেকে যেন প্রতিষ্ঠিত একটি দৃষ্টান্ত হয়ে যায়। আর জগদ্বাসী যেন বলতে বাধ্য হয়, আহমদী সাক্ষ্য দিয়ে থাকলে একে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। কেননা এ সাক্ষ্য সুবিচারের সুমহান মার্গে অধিষ্ঠিত থাকে। আমরা যদি এমনটি করতে পারি তবে আমরা আমাদের বক্তৃতা, কথা এবং তবলীগের ক্ষেত্রে সত্যবাদী প্রমাণিত হব নতুবা আমরাও অন্যদের মতই হব। প্রতিটি আহমদীকে স্মরণ রাখতে হবে, বয়আতের অঙ্গীকার করতে গিয়ে আমরা সকল প্রকার পাপ এড়িয়ে চলার অঙ্গীকার করেছি। আর অঙ্গীকারের প্রতি অমনোযোগ প্রদর্শন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সে অনুযায়ী কাজ না করার নাম বিশ্বাসঘাতকতা। মহানবী (সা.) সত্যিকার মু'মিনের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, কোন ব্যক্তির

হৃদয়ে ঈমান ও কুফর এবং সত্য ও মিথ্যা সহাবস্থান করতে পারে না আর আমানত ও বিশ্বাসঘাতকতাও একই সাথে থাকতে পারে না। অপর এক হাদীসে (তিনি বলেন,) বর্ণিত শিক্ষা যা পদধারীদের এবং মোটের ওপর সকল আহমদীর সামনে রাখা উচিত। তিনি (সা.) বলেন, তিনটি বিষয়ে মুসলমানদের হৃদয় খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় কোনভাবেই নিতে পারে না। আর সেই তিনটি কথা হল, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে গিয়ে আন্তরিক নিষ্ঠা প্রদর্শন, দ্বিতীয়তঃ সকল মুসলমানের মঙ্গল কামনা অর্থাৎ পারস্পরিক হিতাকাঙ্খা আর তৃতীয়তঃ মুসলমানদের জামাতের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা। অতএব, যেভাবে আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার ধর্ম সংক্রান্ত দায়িত্বাবলী পালন এবং ইনসাফের দাবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে কর্তব্য পালন আর নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করাই হল আল্লাহ্ তা'লার আমানতের যথার্থ দায়িত্ব পালন। একইভাবে প্রত্যেকের জন্য অন্যের অধিকার প্রদান করা আবশ্যক। আমাদের প্রত্যেকে যখন ন্যায় বিচারের দাবি পূর্ণ করে পারস্পরিক অধিকার প্রদান করতে শিখবে তখন এমনিতেই অধিকার আদায়ের প্রতিযোগিতার অবসান ঘটবে। কেউ বলবে না যে, আমার অধিকার দাও, আমার প্রাপ্য দাও। বরং আমরা অধিকার প্রদানকারী হব। এ কথাই মহানবী (সা.) প্রকৃত মু'মিনের চিহ্ন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কাজেই সব আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত, মুসলমানদের জামাতের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত থাকাই মানুষকে প্রকৃত মুসলমান বানিয়ে থাকে। পৃথিবীর বুকে এখন শুধুমাত্র একটি জামাতই রয়েছে, যে জামাত আহমদীয়া মুসলিম জামাত হিসেবে সুপরিচিত। আর একমাত্র এ জামাতই পৃথিবীতে এক নামে পরিচিত। এছাড়া অন্য কোন আন্তর্জাতিক জামাত নেই যারা সমগ্র পৃথিবীতে এক নামে পরিচিত। তাই এ জামাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং জামাতের ব্যবস্থাপনার অংশ হয়ে যাওয়া মহানবী (সা.)-এর উক্তি অনুসারে মানুষকে প্রকৃত মু'মিন বানিয়ে থাকে। এই সৌভাগ্যের জন্য সব আহমদী যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক না কেন তা যথেষ্ট হবে না। আর প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হল, জামাতের ব্যবস্থাপনার পূর্ণ আনুগত্য, খিলাফতের পূর্ণ আনুগত্য করা। আল্লাহ্ তা'লা সব আহমদীকে এরূপ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের তৌফিক দান করুন। সব আহমদীকে আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিন, তারা যেন ইনসাফের দাবি অনুসারে কাজ করে। কখনো যদি সাক্ষ্য দিতে হয় তবে তারা যেন বিশ্বাসঘাতকতা না করে। জামাতের প্রতিটি পদাধিকারী যেন নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নিজেদের আমানতের প্রতি যেন শ্রদ্ধাশীল হয় আর অঙ্গিকার পালন করে। নিজেদের সমস্ত দায়িত্ব যেন ইনসাফের দাবি অনুসারে পালন করে। এই অনুপম শিক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝেও যেন সঞ্চারিত হয়, তাই এ উদ্দেশ্যে আমাদের সচেষ্ট থাকা উচিত। সময়ের দাবি পুরণক রতে আমরা যেন পৃথিবীতে প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে দেখাতে পারি, সেই ইনসাফ যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার দৃষ্টান্ত তাঁর নিবেদিত প্রাণ দাস এ যুগে পুণ:প্রতিষ্ঠা করেছেন আর যার প্রত্যাশা তিনি তাঁর মান্যকারীদের কাছেও ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি কয়েকটা গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথমটি হল, আদনান মোহাম্মদ কুরদীয়া সাহেবের। যিনি সিরিয়ার হালাব (বা আলেপ্পো)-এর অধিবাসী, যাকে ২০১৩ সনে সিরিয়ার একটি সন্ত্রাসী সংগঠন অপহরণ করেছিল এবং পরে তাকে শহীদ করেছে, । আদনান সাহেব ১৯৭১

সনে সিরিয়ার হালাব-এ জন্ম গ্রহণ করেন। ২০০৩ সনে তিনি খাতুন তামাজার সাহেবাকে বিয়ে করেন। তার শশুর ইয়াসিন শরীফ সাহেব ২০০৭ সনে বয়আত করেছেন। তার তবলীগে তার সন্তান-সন্ততির মাঝে তার মেয়ে তামাজারও আহমদীতের সত্যতা গ্রহণ করেন। আদনান সাহেবের ঘরে আহমদীয়াত সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয় কিন্তু আদনান শহীদ সাহেব শিক্ষিত ছিলেন না তাই প্রায় সময়ই মৌলবীদের অনুকরণ ও অনুসরণ করতেন। ২০১০ সনে তার স্ত্রীর বয়আতের পর মৌলবীদের প্ররোচনায় স্ত্রীকে তিনি বলেন, বাড়িতে যদি এমটিএ দেখ বা আহমদীয়াত সম্পর্কে কথা বল তবে আমি তোমাকে তালাক দিব। তার শশুর ইয়াসিন শরীফ সাহেব তাকে কুরআন এবং সুন্নতের বরাতে বুঝালে তিনি নীরব হয়ে যেতেন কিন্তু মৌলবীর কাছে গেলেই এসব কথা ভুলে যেতেন। শহীদের শ্বশুর বলেন, ২০১১ সনের কথা, আমি তার বাড়িতে তার স্ত্রী অর্থাৎ স্বীয় কন্যার সাথে বসে কুরআন পড়ছিলাম। এমন সময় আদনানও কাজ থেকে ফিরে আসে। আমাদেরকে কুরআন পড়তে দেখে বলে, পড়ুন, কেননা আমি আপনাদের তফসির শুনতে চাই। আমরা তখন সূরা বনী ইসলাইলের আয়াত **وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا** অর্থাৎ 'যখন অন্যায়কারীরা বলবে তোমরা এমন এক জাতীর এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ করছ যিনি যাদুগ্রস্ত।' আদনান সাহেবের শশুর বলেন, আমি আদনানকে বললাম, কুরআন তো বলে, তারা যালেম বা সীমালঙ্ঘনকারী যারা রসূলুল্লাহ্‌র ওপর এই অপবাদ আরোপ করে যে, তিনি **নাউযুবিল্লাহ্** যাদুগ্রস্ত ছিলেন কিন্তু কিছু মুসলমান বিশ্বাস করে, মহানবী (সা.)-এর ওপর যাদু হয়েছিল, অথচ জামাতে আহমদীয়ার বিশ্বাস হল, এ কথা শতভাগ ভ্রান্ত, এমন কোন হাদীস গৃহিত হতে পারে না। এ কথা শুনতেই আদনান স্বভাবগত ভাবে ফোন করে তাদের মৌলবীকে জিজ্ঞেস করেন, সত্যিই কি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর যাদু হয়েছিল? মৌলবী বলে, হ্যাঁ! হয়েছিল, এর উল্লেখ বুখারীতে রয়েছে। আদনান সাহেব মৌলবীকে উত্তরে বলেন, আমি একজন অতি সাধারণ গুনাহগার মানুষ আর আমি জানি, আমার কিছু নিকটাত্মীয় আমাকে যাদু করার চেষ্টা করে কিন্তু আমার ওপর তার কোন প্রভাব পরে নি অথচ যখন মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সবচে প্রিয় এবং সবচে কাছের রাসূল ছিলেন তখন কিভাবে আমি বিশ্বাস করতে পারি, কিছু মানুষ তাঁর ওপর যাদু করে সফল হয়েছে? এটি তিনি বলে ফোন রেখে দেন। তার স্ত্রী বলেন, এই ঘটনার কিছুদিন পর আদনান ভাবতে থাকেন এবং একদিন আমাকে বলেন, আমার আশা ছিল, আমার স্ত্রী উন্নত চরিত্রের ও আমলের অধিকারী হবেন। আর আমি দেখেছি, যখন থেকে তুমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছ তোমার মাঝে অনেক পুত-পরিবর্তন এসেছে। এছাড়াও তুমি আমার সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করছ। (আমার মনেহয়) এ প্রভাব খোদা তা'লার পক্ষ থেকে, তাই আমিও এই পবিত্র জামাতভুক্ত হচ্ছি। এরপর তিনি বয়আত করেন। শহীদের স্ত্রী বলেন, উগ্রপন্থী এক সংগঠনের কিছু সদস্য আমাদের জামাতের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অসম্মানজনক ও অবমাননাকর কথাবার্তা বলত। তাদের কথা শুনে আমি মর্মযাতনায় ভুগতাম। আমি যখন আদনানকে এ সম্পর্কে বলতাম, তিনি বলতেন, তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দাও। এদের সাথে কখনো বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না, তাদের জন্য দোয়া করাই আমাদের কাজ।

২০১৩ সনের ২০ জুন এই সংগঠনের কিছু সদস্য আদনানকে অপহরণ করে আর প্রায় দু'মাস পর তাকে গুলি করে শহীদ করা হয়, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল ৪২ বা ৪৩ বছর। তিনি (শহীদের স্ত্রী) বলেন, যদিও তার শাহাদত সম্পর্কে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম তথাপি এমন কোন সংবাদ পাইনি। একদিন আমাদের এলাকার বিরোধীদের একজন বলে, তুমি কি এখনও তোমার

স্বামীর অপেক্ষায় আছ, সে আসবে না, কেননা তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা তাকে অনেক বুঝিয়েছিলাম যে, আহমদীয়ত ছেড়ে দাও কিন্তু সে বলত, আমার শিরোচ্ছেদ করা হলেও আমি আহমদীয়াত ছাড়ব না। শাহাদতের ঘটনা যদিও অনেক আগেই ঘটেছে কিন্তু এখন তারা জানতে পেরেছে, তাই এখন তার জানাযা হচ্ছে।

শহীদের স্ত্রী বলেন, শহীদ নেক, পুণ্যবান ও নামাযী ছিলেন আর সব সময় ওজু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করতেন। তিনি একজন সহানুভূতিশীল স্বামী এবং স্নেহশীল পিতা ছিলেন, সন্তানদের তরবিয়তের বিষয়ে তিনি সর্বদা চিন্তিত থাকতেন। সবার সাহায্যকারী, সেবক এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার চেতনায় সমৃদ্ধ ছিলেন। তিনি নিয়মিত চাঁদাদাতা ছিলেন এবং চাঁদার ক্ষেত্রে সবার চেয়ে অগ্রগামী থাকার চেষ্টা করতেন। তার শশুর বলেন, আহমদীয়াত গ্রহণের পর তার মাঝে এক পরম নিষ্ঠার জন্ম নেয়। তিনি তার গাড়ী আহমদীদের সেবার জন্য উৎসর্গ করেন। জুমুআর দিন বিভিন্ন স্থান থেকে আহমদীদেরকে নামায সেন্টারে আনতেন, আবার ফেরৎ দিয়ে আসতেন। অনুরূপভাবে মহিলাদেরকে মিটিং-এর জন্য লাজনার প্রেসিডেন্টের বাড়িতে নিয়ে আসা এবং পরে ফেরৎ দিয়ে আসার দায়িত্ব পালন করতেন। আহমদী বন্ধুরা তাকে ভাড়া দেয়ার চেষ্টা করলে তিনি নিতে অস্বীকার করতেন। কেউ বেশি জোরাজোরি করলে তেল খরচ নিতেন। চরম উৎসাহের সাথে চাঁদা দিতেন এবং বলতেন, এই চাঁদার কারণে আল্লাহ্ তা'লা আমার কাজে অনেক বরকত দিয়েছেন। এ দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি বলেন, কারো সাথে যৌথভাবে একটি গাড়ী ক্রয় করেছিলেন আর সেই গাড়ীই চালাতেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাকে তৌফিক দেয়ায় অংশীদারিত্ব ত্যাগ করে একাই তিনি পুরো গাড়ী কিনে নেন।

তার আরো এক আত্মীয় রয়েছেন, তিনি বলেন, তার মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার বিশেষ গুণ ছিল। যখন পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, আমাদের এলাকার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়, রুটি পাওয়া যেত না আর পাওয়া গেলেও চড়া দরে পাওয়া যেত, এমন পরিস্থিতিতে আদনান শহীদ আত্মীয়ের সেবায় নিয়োজিত হন। অনেক দূর-দূরান্তের এলাকা থেকে রুটি কিনে এনে আমাদের মাঝে সরবরাহ করতেন।

শহীদ শোক সন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী এবং পাঁচ সন্তান রেখে গেছেন। ২ কন্যা তার প্রথম মরহুমা স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে এবং ২ ছেলে ও ১ মেয়ে দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এরা সবাই কানাডা পৌঁছে গেছে।

দ্বিতীয় জানাযা শ্রদ্ধেয়া বশীর বেগম সাহেবার। তিনি কাদিয়ান নিবাসী দরবেশ চৌধুরী মঞ্জুর আহমদ চিমা সাহেবের স্ত্রী। ২০১৬ সনের ৭ নভেম্বর তারিখে ৯৩ বছর বয়সে স্বল্পকাল রোগ ভোগের পর তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯২৩ সনে তিনি (বর্তমান) পাকিস্তানের এক এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন, ১৯৪৪ সনে জনাব চৌধুরী মঞ্জুর আহমদ চীমা সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়। চীমা সাহেব ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে কেন্দ্রের সুরক্ষার জন্য কাদিয়ান আসার উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করলে তিনিও ১৯৫২ সনে কাদিয়ান এসে স্বামীর সাথে দরবেশী অঙ্গিকারে যুক্ত হন। তিনি কাদিয়ানকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। স্বামীর ইন্তেকালের পর সুদির্ঘ ৩৬ বছর অত্যন্ত ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে অতিবাহিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি খুবই মুত্তাকী, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশী ও পুণ্যবতী এক নারী ছিলেন। কোন ভিখারীকে কখনও খালি হাতে ফিরাতেন না। মৃত্যুর এক বছর পূর্ব পর্যন্তও প্রত্যেক বছর রমযানের রোযা রাখতেন আর একাধিকবার পুরো কুরআন পাঠ করা শেষ করতেন। তিনি তার সন্তান-সন্ততিদেরকে বাজামাত নামায, কুরআন তেলাওয়াত এবং

খিলাফত ব্যবস্থাপনা ও জামাতের আনুগত্যের নসীহত করতেন। তিনি ছিলেন খুবই নিষ্ঠাবান, দোয়াকারী, ইবাদতগুজার, ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞ, আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসাকারী অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী, স্পষ্টভাষী, সন্তানের উত্তম তরবিয়তকারী, আত্মাভিমাণী এবং স্নেহশীলা। তিনি সত্য স্বপ্ন ও দিব্য দর্শনের অভিজ্ঞতা রাখতেন। ধর্মীয় উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি সব সন্তান-সন্ততির বিয়ে দিয়েছেন। মুসীয়া ছিলেন, শোক সন্তপ্ত পরিবারে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তিনি ৩ কন্যা এবং ৫ পুত্র রেখে গেছেন। তার ৩ পুত্র ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী মুরব্বী, একজন তাহের আহমদ চীমা সাহেব, তিনি জামেয়া আহমদীয়ায় শিক্ষকতা করছেন। এক পুত্র মুবারক আহমদ চীমা, তিনি উলিয়া অফিসের ইনচার্জ এবং ভারতের সেক্রেটারী শূরাও। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

তৃতীয় জানাযা গায়েব জনাব রানা মুবারক সাহেবের, তিনি লাহোর নিবাসী ছিলেন পরে এখানে চলে আসেন। ২০১৬ সনের ৫ নভেম্বর তারিখে তিনি ৭৮ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পিতার নাম মরহুম রানা ইয়াকুম সাহেব, এক স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, যার ফলে পরিবারে ভয়াবহ বিরোধিতা আরম্ভ হয়, তাকে বাড়িঘড় ত্যাগ করতে হয়, পরে তার মা'ও আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। রানা সাহেব শৈশব থেকেই জামাতি সেবায় প্রথম সারিতে ছিলেন। শুরু থেকেই জামাত এবং খিলাফতের সাথে নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। তার জামাতি সেবার সূচনা হয় ১৯৬৮ সনে এবং চলে জীবনের শেষ নি:শ্বাস পর্যন্ত। লাহোর ও ভাওয়ালপুরে কায়েদ এবং সেক্রেটারী মাল ছাড়াও আল্লামা ইকবাল টাউন লাহোরে সুদির্ঘ ৩০ বছর প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়াও সুদির্ঘ কাল তিনি লাহোর জেলার সেক্রেটারী মাল, সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ এবং সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ হিসেবে দায়িত্বপালনের তৌফিক পেয়েছেন। অবসর গ্রহণের পর নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। আল ফযলের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি (লাহোর) দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি খুবই বিনয়ী, নিবেদিত দোয়াকারী এবং নিয়মিত চাঁদাদাতা এবং খিলাফতের প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণকারী মানুষ ছিলেন। তিনি আল ফযলে বিভিন্ন প্রবন্ধও লিখতেন আর খুব ভাল প্রবন্ধ লিখতেন। যতদিন তিনি পাকিস্তানে ছিলেন, নিয়মিত আমাকে সেখানকার অবস্থা বা কেউ অসুস্থ হলে তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতেন আর সর্বপ্রথম তার পক্ষ থেকেই সেই সংবাদ আসত। মানুষের জন্য তিনি প্রায়ই দোয়ার আবেদন করতেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও এক কন্যা, তিন পুত্র এবং অনেক পৌত্র-পৌত্রী এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রী রেখে গেছেন। সবাই এখানে অবস্থান করছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

অনুরূপভাবে শহীদ মরহুমের পদমর্যাদাও আল্লাহ্ তা'লা উন্নীত করুন। তার সন্তান-সন্ততিকে নিজের নিরাপত্তার বেষ্টনীতে স্থান দিন। তারা এখন সিরিয়া থেকে কানাডায় স্থানান্তরীত হয়েছেন, সেই পরিবেশের নেতিবাচক প্রভাব থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাদের রক্ষা করুন এবং শহীদ মরহুম যে মহান উদ্দেশ্যে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা সে উদ্দেশ্যেকে তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মেও জারি রাখেন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।